দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... APR 27 2000

বিশ্বব্যাংকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ

সিদ্দিকুর রহমান

গত ৩রা এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে প্যারিস এইড ক্লাবের জন্য একটি প্রতিবেদন তৈরী করেছে যাতে একটি দেশের হাল-হকিকত কি চরম পর্যায়ে পৌছেছে তা আর বিশ্লেষণ করার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। প্রতিবেদনের শিরোনাম হলঃ "পুলিশ প্রশাসন, বিচার বিভাগ, রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, শ্রমিক ইউনিয়ন সর্বত্রই দুর্নীতি ব্যাপক"। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে "বাংলাদেশের মত একটি অনুন্নত দেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ"। এ দেশটি দুর্নীতিমুক্ত করতে পারলে দেশটিতে বছরে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ২ হতে ৩ শতাংশ বৃদ্ধি এবং মাথাপিছু আয় ৭ শত ডলারে উন্নীত করা সম্ভব হত। ব্যাপক দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশকে সর্বক্ষেত্রে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। বিশেষভাবে রাজনৈতিক দলগুলো নেতানির্ভর, অগণতান্ত্রিক, স্বার্থকেন্দ্রিক বৃহৎ শ্রমিক সংগঠনগুলো প্রধান প্রধান ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট হতে আর্থিক সহায়তা প্রত্যাশী। এই আর্থিক সহায়তার বিনিময়ে তারা প্রত্যাশা করে নীতিগত সহায়তা, কোন কাজের চুক্তি ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর নেতারা পরিবহন খাতগুলোতে চালায় ব্যাপক চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক দলনির্ভর ছাত্র সংগঠন ও যুব ফ্রন্টগুলো ব্যবসায়ী, খুচরা দোকান ও ক্যাম্পাসের পূর্ত কাজ হতে মোটা অংকের চাঁদা আদায় করে থাকে। নির্বাচনের সময় ভোট প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনের আচরণবিধি লংঘন করে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে ভোটারদের প্রভাবিত করে ভোট আদায় করে, ক্ষেত্রবিশেষে চলে ব্যাপক কারচুপি। সুপ্রীমকোর্ট সম্মানজনক প্রতিষ্ঠান হলেও অধিকাংশ জনগণের ধারণা দ্রুত বিচার পেতে হলে প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। প্যারিস এইড ক্লাবের তৈরী এ ধরনের প্রতিবেদনটি অবশ্যই তাৎপর্যবহ। দাতাদের সমন্বয়ে প্রণীত এই বারই প্রথম বাংলাদেশের দুর্নীতির উপর একটি প্রতিবেদন বিশ্ব ফোরামে উপস্থাপন করা হচ্ছে যা আন্তর্জাতিক ফোরামে আলোচনা হয়েছে।

পুলিশ প্রশাসন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে রয়েছে চরম ভীতি ও সন্দেহ, জনগণ পুলিশকে রক্ষাকারীর বদলে কোন কোন ক্ষেত্রে লুণ্ঠনকারী মনে করে। পুলিশ প্রশাসনে উন্নতির সম্ভাবনা খুব কম, নিম্ন আয় পুলিশকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলেছে। উচ্চ পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাদের অসততা নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাদের নিকট অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে উঠছে। উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাদের সহিত রাজনৈতিক নেতাদের সখ্যতার কথা প্রায়শঃই শোনা যাচ্ছে। যার ফলে দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ কর্মকর্তারা রাজনৈতিক দলগুলোর শেলটার পেয়ে যান এবং পুলিশ তাদেরকে শাস্তি হতে অব্যাহতি দেন।

বিশ্ব ব্যাংক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৩ দশকে বাংলাদেশে যে হারে দুর্নীতি হয়েছে তাতে জিডিপি প্রায় ২ দশমিক ৯ শতাংশ কম হয়েছে। এ দুর্নীতি রোধ করা যদি সম্ভব হতো তাহলে মানুষের মাথাপিছু আয়ের হার ৩৫০ ডলার হতে ৭ শত ডলারে উন্নীত করা যেত। দুর্নীতির কারণে বিভিন্নভাবে দরিদ্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দরিদ্ররা বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা বলতে গেলে প্রায় সবসুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। তারা ডাক্তার, স্কুল প্রশাসনকে ঘুষ দিতে পারে না। দরিদ্ররা ব্যাংক ঋণ পায় না। কারণ তারা ঘুষ দিতে পারে না। যারা ঘুষ দিতে পারে তারাই ব্যাংক ঋণের সুবিধা পেয়ে থাকে।

প্রশাসনকে করা হয় রাজনীতিকরণ। সৃষ্টি করা হয় 'পলিটিক্যাল ক্যাডার'। ইহার ফলে প্রশাসনে দেখা যায় চরম দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি। নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা সর্বদা চাকুরীচ্যুতি ও বদলির ভয়ে তটস্থ থাকে। তাই তারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ থেকে শিখে ফেলে ধর্মঘট ও অবরোধ করার অপকৌশল ও ফায়দা লুটার পদ্ধতি। প্রশাসনে দেখা দেয় দক্ষ লোকের অভাব। কাজের দক্ষতার সহিত পদোন্নতি ও বদলির অমিল।

বিশ্ব ব্যাংক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৩ দশকে বাংলাদেশে যে হারে দুর্নীতি হয়েছে তাতে জিডিপি প্রায় ২ দশমিক ৯ শতাংশ কম হয়েছে। এ দুর্নীতি রোধ করা যদি সম্ভব হতো তাহলে মানুষের মাথাপিছু আয়ের হার ৩৫০ ডলার হতে ৭ শত ডলারে উন্নীত করা যেত। দুর্নীতির কারণে বিভিন্নভাবে দরিদ্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দরিদ্ররা বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা বলতে গেলে প্রায় সবসুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। তারা ডাক্তার, স্কুল প্রশাসনকে ঘুষ দিতে পারে না। দরিদ্ররা ব্যাংক ঋণ পায় না। কারণ তারা ঘুষ দিতে পারে না। যারা ঘুষ দিতে পারে তারাই ব্যাংক ঋণের সুবিধা পেয়ে থাকে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে সব চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সেগুলো নিয়েও খবরের কাগজে নানারূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। তার মধ্যে কাফকো, এটিপি, ফাইটার ক্রয় ইত্যাদি। দেশের ব্যবসায়ীদের ধারণা প্রধান ২টি বিরোধী দল নিয়ে রাজনীতি যেখানে আবর্তিত, ক্ষমতায় গেলে এদের মধ্য হতেই যাবে সেহেতু ভবিষ্যতের আশায় সরকারী দল ও বিরোধী দলকে সহায়তা দানে তারা ব্যস্ত।

দুর্নীতি প্রতিহত করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ব্যতিরেকে দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব নয়। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা দশ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা উচিত। আর এ টাকা খরচ হয়েছে কিনা তা মনিটরিং করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে তার জনবল বাড়াতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর তাদের দলের আয়ের উৎস জনসমক্ষে প্রচার করতে হবে। প্রতিবেদনে দুর্নীতি প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যদিও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও ব্যবসায়ী সংগঠন পত্রিকা প্রকাশ করছে- তাতে দুর্নীতি কতখানি বন্ধ করা যাবে তাও বিবেচ্য বিষয়।

প্রত্যেক বছরই প্যারিসে এইড ক্লাবের বৈঠকে দাতাদেশগুলো আমাদের মত গরীব দেশগুলোকে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্ত জুড়ে দেন। দাতাদেশগুলোর প্রতিশ্রুত অর্থ বরাদ্দের উপর ভর করে বাজেট প্রণয়ন করা হয়। বাজেট প্রণয়নের পর চাহিদা মোতাবেক অর্থ সংকুলান না করতে পারার কারণে বাজেট কাট-ছাট করা হয়। অনেক সময় দেখা যায় বছরের শেষে প্রতিশ্রুত অর্থ না পাওয়া যাওয়ার কারণে বাজেটে ঘোষিত প্রকল্প বাদ দেয়া হয়। কারণ দাতাদের সন্তুষ্টির উপরই সবকিছু নির্ভর করে। অবস্থাটি হলো পরের পকেটে পয়সা রেখে খরচের হিসেব করলে যে দশা হয় আমাদের অবস্থাও তথৈবচ।

অর্থমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, সংস্কার কর্মসূচী ত্বরান্বিত হলে সাহায্যের পরিমাণ ১৮০ কোটি হতে ২২০ কোটি ডলারে উন্নীত হবে। তাছাড়া এবারের এইড ক্লাব বৈঠকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আগামী নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হবে বলে দাতাগোষ্ঠী আভাস দিয়েছিল। দাতাদের সমন্বয়ে গঠিত এইড ক্লাবের জন্য তৈরী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রধান বিরোধী দলের অব্যাহত সংসদ বর্জনের ফলে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, দেশের স্থিতিশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যাইবে না। রাজনৈতিক অনৈক্য, গণতন্ত্রের উত্তরণের সম্ভাবনা ও বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য ও প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে।

দাতাদের এইড ক্লাবকে উপলক্ষ করে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের জন্য যেভাবে সমগ্র জাতির চরিত্র হনন করেছে তা কি জাতির জন্য শুভ। তাই দিন থাকতে পথ চলা ভাল। আকাশের দিকে তাকিয়ে পথ চলতে গেলে হোঁচট খেতেই হবে। তাই হোঁচট খাওয়ার আগেই সাবধানতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। পরের উপর নির্ভর না করে আগে থাকতেই পথ নির্দেশনা ঠিক করা দরকার। কারণ দাতাগোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে, আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশকে আস্তে আস্তে দাতাদেশগুলোর উপর থেকে নির্ভরতা কমাতে হবে। কারণ দিনের পর দিন ঋণ দাতার সংখ্যা কমছে এবং ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা বাড়ছে অর্থাৎ নিজের চরকায় নিজেকেই তেল দিতে হবে, অন্যের তেলের আশা করলে চলবে না।

প্যারিস সম্মেলন শেষ করে অর্থমন্ত্রী দেশে ফিরে প্যারিস সম্মেলনের উপর যে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন তাতে তিনি তেমন কোন আশার বাণী শোনাতে পারেননি। ভবিষ্যতে কি ফল পাওয়া যায় সে অপেক্ষায় রইলাম।